1) Feudal mode of Production (700–1200)
2) Growth of trade & town (1200–1300)

প্রথম অধ্যায়

সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার সংকট

২. মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবস্থানকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে। (12)

১.১ ভূমিকা

পঞ্চদশ শতকের প্রাক্কালে ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্র (feudalism)-এর ফসল বলে মনে করা হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে যে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দিয়েছিল তার ফলস্বরূপ পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক চরিত্রে প্রায় চার শতাব্দী ধরে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বাণিজ্য ক্রমশ হ্রাস পাবার ফলে নগরভিত্তিক রোমান সভ্যতার পরিবর্তে পশ্চিম ইউরোপ মূলত এক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কৃষিজাত রাজস্ব পর্যাপ্ত না হবার দরুন আগের মত কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখা দুরূহ হয়ে ওঠে। এরকম অবস্থায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তার তুলনায় আঞ্চলিক শাসনকর্তা বা সামরিক নেতৃবর্গ অনেক বেশি উপযোগী বলে সাব্যস্ত হয়। ফলে আগে যেটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সমান্তরাল সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে ছিল, কালক্রমে সেই সমান্তরাল নিরাপত্তা ব্যবস্থাই মূল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এই সমান্তরাল নিরাপত্তা ব্যবস্থার কেন্দ্রে থাকতেন সামন্তপ্রভু (feudal lord) এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে এমন সামন্তবর্গ (vassals)— সামন্ত তাঁর প্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে প্রভুর হয়ে যুদ্ধে যাবার অঙ্গীকার করতেন ; পরিবর্তে সামন্তপ্রভু তাঁর অনুগত সামন্তের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতেন, এবং সামন্তের প্রতিশ্রুত সামরিক দায়িত্ব পালনের জন্য আর্থিক সংস্থান যোগাতে কোনো ভূমিখণ্ড (fief) প্রদান করতেন। সামন্তপ্রভু এবং সামন্তের পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা অর্থাৎ vassalage এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত ভূমিখণ্ডের ওপর আর্থ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (fiefdom)—এই দুটির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ বিবিধ রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে বিভক্ত ছিল, ফলে সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে এমন কোনো রাজনৈতিক চালিকা শক্তি নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবু, বহুবিধ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে পঞ্চদশ শতকের প্রাক্কালে ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তনে সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব এবং প্রতিফলন খুবই স্পষ্ট ছিল। এই প্রভাব যতটা রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত ছিল, ঠিক ততটাই নিহিত ছিল মধ্যযুগীয়

রাজনীতির মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যেও, এমন কি সামন্ততন্ত্রের শীর্ষবিন্দুর (১০ম - ১২শ শতাব্দী) পরে যখন ইউরোপে রাষ্ট্রব্যবস্থা নতুন করে গড়ে তোলা হয়, তখন সেই রাষ্ট্রনির্মাণ প্রকল্পের অন্যতম উপাদান ছিল সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতি, কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ। বস্তুত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে যে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা এবং রাষ্ট্রনির্মাণ প্রকল্প আমরা দেখতে পাই, তার ভিত-ও সেই সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এই সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বুঝতে গেলে আগে সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ এবং সেই বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিকের অবস্থান বুঝতে হবে।

১.২ সামন্ততন্ত্রের উৎস ঃ দশম শতকের সংকট

ইউরোপের প্রাক-আধুনিক সমাজব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক চরিত্রের ভিত্তি যে সামন্ততন্ত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল সে বিষয়ে সচেতন ইউরোপীয়দের মনে কখনোই বিশেষ সন্দেহ ছিল না। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা পর্বে (৪ - ১১ আগস্ট) ফ্রান্সে সামন্তব্যবস্থার পতনের ঘোষণার মাধ্যমেই আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্র গঠনের শুরু হয়। কিন্তু তখনও সামন্ততন্ত্রের উৎস এবং স্বরূপ বিষয়ে কোন বিশদ বিতর্ক দেখা যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংল্যান্ডে মেটল্যান্ড (F. W. Maitland) এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকরা ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের আলোচনা করলেও সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র বিষয়ক বিতর্ক মূলত বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক গবেষণার ফসল।

সামন্ততন্ত্রের উৎস বিষয়ক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের উপস্থাপক ছিলেন বেলজিয়ান ঐতিহাসিক *অঁরি পিরিন* (Henri Pirenne)। তাঁর "Muhammad and Charlemagne" প্রবন্ধে (১৯২২) পিরিন অষ্টম শতাব্দীতে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল বলে মতপ্রকাশ করেন। পিরিনের বক্তব্য ছিল, পঞ্চম শতকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও রোমান নগর সভ্যতা ভেঙে পড়েনি। ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রোমান নগর সভ্যতা চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও প্রায় তিন শতক টিকেছিল, কারণ ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য সমগ্র পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতিকে সজীব এবং প্রাণবন্ত রেখেছিল। এমনকি পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগ বজায় রেখে পশ্চিম ইউরোপে চিন্তার জগতে রোমান প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রেও ভূমধ্যসাগর একটি বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম উপকূলে (অর্থাৎ যথাক্রমে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেন) ইসলামের আবির্ভাব এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে ইউরোপীয় সমুদ্র-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলত, ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য-নির্ভর ইউরোপীয় অর্থনীতি এবং নগর সভ্যতা—যা বর্বর জার্মান আক্রমণ এবং রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ধাক্কা সামলাতে সফল হয়েছিল—অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে ইসলামের আক্রমণের সামনে ভেঙে পড়ে। পিরিনের মতে, রোমান আমলে যা ছিল ইউরোপীয় হ্রদ মাত্র, অষ্টম শতাব্দীতে সেটি

একটি ইসলামি হ্রদে পরিণত হয়। ইবন খালদুন-কে উদ্ধৃত করে পিরিন বলেন, ভূমধ্যসাগরে খ্রিস্টানরা একটি তক্তাও ভাসাতে পেরে উঠত না।

ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্রপথে আরবদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে ইউরোপীয় অর্থনীতি অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। বাণিজ্য সংকুচিত হবার ফলে ইউরোপে দেখা দেয় এক "রুদ্ধদ্বার অর্থনীতি" (economy of no outlets)। ফলে সামাজিক উদ্বৃত্ত (social surplus) হ্রাস পেতে থাকে। এরই পাশাপাশি ইউরোপের জনজীবন থেকে কার্যত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন উঠে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে নগদ রাজস্ব বা পর্যাপ্ত সামাজিক উদ্বৃত্তের ওপর নির্ভরশীল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিমার্জন ঘটাতে হয়। পিরিনের মতে পশ্চিম ইউরোপে কৃষিজমি জীবনধারণের একমাত্র মাধ্যম এবং সম্পদের একমাত্র সূচকে পরিণত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। সব থেকে সম্পন্ন ব্যক্তি থেকে দরিদ্রতম ভূমিদাস অবধি সবাই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জমির ফসলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলত, অস্থাবর সম্পদের পরিবর্তে স্থাবর সম্পত্তিই সম্পদের মূল মাপকাঠিতে পরিবর্তিত হয়। তাই নবম শতকে রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশেষত সামরিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয় যাতে ভূসম্পত্তি এই পরিবর্তিত ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। নতুন ব্যবস্থায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার ভার ভূম্যধিকারীদের (holders of fiefs) হাতে ন্যস্ত হয়, যারা কালক্রমে আঞ্চলিক সামরিক ক্ষমতাকে সার্বিক রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিণত করেন। পিরিনের মতে, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ভাঙন এবং জমির অধিকারের ভিত্তিতে উদ্ভূত সমান্তরাল আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের উত্থান—এই ছিল ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের মূল প্রকৃতি। নবম শতাব্দীর গোড়ায় উদ্ভূত এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল কৃষিজমির ওপর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার তাগিদ, যা কিনা অষ্টম শতাব্দীর ইউরোপীয় অর্থনীতির কৃষিভিত্তিক হবার পরিণাম মাত্র। তাই, পিরিনের বিখ্যাত উদ্ধৃতি : মহম্মদ (ইসলামের প্রতীক) না থাকলে শার্লেমানকে (সামন্তশক্তির প্রতীক) কল্পনা করা যেত না (Charlemagne would have been inconceivable without Muhammad)।

পিরিনের সমসাময়িক জার্মান ঐতিহাসিক *আলফন্স ডপ্‌শ* (Alfons Dopsch) দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে তিরিশের দশকে পিরিনের তত্ত্বের সামান্য পরিমার্জন ঘটিয়েছিলেন। ডপ্‌শ মনে করতেন, পশ্চিম ইউরোপে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য এবং নগর সভ্যতার পতন অষ্টম শতাব্দীতে হয়নি, হয়েছিল নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে। তাঁর মতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে রোমান নগর সভ্যতা এবং ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য চলতে থাকলেও তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এর একটি বড় কারণ রাজনীতির ভরকেন্দ্র রোমান নগর ছেড়ে বর্বর উপজাতীয় রাজ্যগুলির দরবারে স্থানান্তরিত হলে, নগরজীবনের গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। এতে রোমান যুগের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার প্রভাব পড়ে রপ্তানির ক্ষেত্রে। ইউরোপের রপ্তানিযোগ্য শিল্পদ্রব্যের যোগান কমতে থাকলেও আমদানির চাহিদা কমেনি—ইউরোপ তাই আমদানি করার জন্য সোনা রপ্তানি করতে থাকে।

ইউরোপের বাজার থেকে সোনার ব্যবহার ধীরে ধীরে লোপ পাবার ফলে বাণিজ্যের ভিত ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়।

ডপ্‌শের মতে এই ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা পশ্চিম ইউরোপীয় বাণিজ্য-ব্যবস্থার কার্যত পতন ঘটে নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে। মধ্য এবং মধ্য-পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্য জীবনের বিষয়ে গবেষণা করে ডপ্‌শ দাবি করেন যে পিরিন শুধু ঘটনাকাল সম্বন্ধে নয়, ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের পতনের কারণও ভুল নির্ণয় করেছিলেন। ডপ্‌শের মতে নিছক আরব আক্রমণ নয়, নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণে আরব, পশ্চিমে মাগিয়ার (Magyar) এবং উত্তর দিক থেকে ভাইকিং-দের উপর্যুপরি আক্রমণের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয় পশ্চিম ইউরোপ। বহিঃশত্রুর নিয়মিত আক্রমণ তথা অবাধ লুঠতরাজে ইউরোপীয় বাণিজ্য-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। এই চরম নিরাপত্তাহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে ; সামাজিক প্রতিপত্তি তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা হয়ে দাঁড়ায় জমিনির্ভর — জন্ম নেয় সামন্ততন্ত্র।

পরবর্তী ঐতিহাসিকরা মূলত ডপ্‌শের বর্ণিত ঘটনাক্রমকেই বেশি মান্যতা দেন, কিন্তু পিরিন বা ডপ্‌শের মত সামন্ততন্ত্রকে মূলত অর্থনীতির নিরিখে দেখতে অস্বীকার করেন। চল্লিশের দশক থেকে সামন্ততন্ত্রকে রাজনীতির আঙ্গিকে মূল্যায়ন করার প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতার পুরোভাগে ছিলেন ৪০-এর দশকের দুই ফরাসি ঐতিহাসিক — *মার্ক ব্লক* (Marc Bloch) এবং *ফ্রাঁসোয়া গ্যানশফ* (Francois Ganshoff)।

মার্ক ব্লক ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের পতনের সমসাময়িক একটি রাজনৈতিক ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন ডপ্‌শের মতে যে সময়ে পশ্চিম ইউরোপে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়, সেই একই সময়ে (অর্থাৎ নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে) ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ব্লকের মতে, ৮৪৩ সালে Verdun-এর চুক্তি অনুসারে ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায় ; শার্লেমানের অধীনে যে প্রবল প্রতাপশালী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে বিস্তৃত হয়েছিল তা তিনটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্যে পরিণত হয়। কেন্দ্রীয় শক্তির রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে ক্রমশ কমতে থাকা ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য আরব, ভাইকিং এবং মাগিয়ার আক্রমণের সামনে ভেঙে পড়লে পশ্চিম ইউরোপে অর্থনীতি মূলত কৃষি-নির্ভর হয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি ভূতপূর্ব ক্যারলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক কাঠামোকে জমি এবং জমির স্বত্ত্ব কেন্দ্র করে পুনর্বিন্যাস করা হয় — এই রাজনৈতিক কাঠামোকে মার্ক ব্লক মনে করতেন সামন্ততন্ত্রের ভরকেন্দ্র।

নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের বিভাজনের ফলে পশ্চিম ইউরোপে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কার্যত অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। এই সময়ে তিন দিক থেকে আক্রান্ত হবার দরুন পশ্চিম ইউরোপে যে চরম নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয় তা দূর করতে এগিয়ে আসে তৎকালীন আঞ্চলিক সামরিক নেতৃবর্গ এবং ভূম্যধিকারী

সম্প্রদায়। বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করতে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা অপারগ হবার দরুন প্রতিটি অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের ভার সেই অঞ্চলের সামরিক নেতা বা ভূম্যধিকারীর ওপর বর্তায় — এঁরা নিজস্ব উদ্যোগে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে তাঁদের অঞ্চলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই প্রক্রিয়ায় দুটি বিশেষ কাঠামো তাঁদের সহায় হয়ে দাঁড়ায় — vassalage এবং fief। আঞ্চলিক নেতৃবর্গ হয়ে দাঁড়ায় সামন্তপ্রভু (feudal lord)। সামন্তপ্রভু এবং সামন্ত (vassal)-এর মধ্যে যথাক্রমে নিরাপত্তা বিধান এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এক যোদ্ধা সম্প্রদায় — সামন্তপ্রভু এবং সামন্তের মধ্যে সুরক্ষা এবং আনুগত্যের এই বিশেষ ধরনকে ব্লক বলেন "vassalage"। অনুগত যোদ্ধা (knight) যাতে অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হয়ে সামন্তপ্রভুর জন্য যুদ্ধে যেতে পারে সেইজন্য তার আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রত্যেক সামন্তপ্রভু তার সামন্তদের একটি ভূমিখণ্ড বা fief-এর স্বত্ত্ব প্রদান করতেন। প্রদত্ত জমির রাজস্ব দিয়ে সামন্ত যুদ্ধের সময়ে সামন্তপ্রভুর হয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকবে — অর্থাৎ, কৃষিনির্ভর পশ্চিম ইউরোপে সেনাবাহিনীতে নগদ বেতনের পরিবর্তে জমির ওপর রাজনৈতিক তথা আর্থ-সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দেবার রীতিকে মার্ক ব্লক fief বা fiefdom অ্যাখ্যা দেন।

মার্ক ব্লক মনে করতেন সামন্ততন্ত্র প্রকৃতপক্ষে vassalage এবং fief-এর যৌথ প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট একটি রাজনৈতিক-সামরিক ব্যবস্থা, যাতে কোনো সামন্ত তাঁর সামন্ত-প্রভুর দেওয়া জমির স্বত্ত্বের বিনিময়ে যুদ্ধে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতেন। ব্লকের মতে এই ব্যবস্থা কেবল প্রাক্তন ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত সামন্ততন্ত্র ছাড়াও একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক তথা সমাজব্যবস্থার কথা মার্ক ব্লক স্বীকার করে নেন যার উৎস সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর সঙ্গেই যুক্ত ছিল—এবং যা সাধারণত সামন্ততন্ত্র বলেই গণ্য হয়। এই বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ ছিল "Manorialism"। "Manorialism" হল এমন একটি ব্যবস্থা যাতে "ভূম্যধিকারী" (Landlord) তাঁর Manor বা মৌজার অন্তর্গত সমস্ত ভূমিদাস কৃষক (enserfed peasantry)-এর ওপর বিবিধ অর্থ-সংক্রান্ত, বিচার-সংক্রান্ত এবং শাসন-সংক্রান্ত অধিকার ভোগ করতেন ; বিনিময়ে ভূমিদাস পেত বহিঃশত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তা এবং মৌজার অন্তর্গত জমিতে বসবাস এবং জীবনধারণের অধিকার। ভূমিদাস তাঁর ভূম্যধিকারীর প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে নিরাপত্তার আশ্বাস পেত, এবং অর্থনৈতিক পরিষেবার (অর্থাৎ ভূম্যধিকারীর হয়ে কৃষি এবং শিল্প দ্রব্য উৎপাদন) দ্বারা নিরাপত্তা বিধানের কাজে সহায়তা করত—এই দুটি কারণে Manorialism-কে সামন্ততন্ত্রের অঙ্গ বলে অনেকে মনে করেন। মার্ক ব্লক Manorialism-কে সামন্ততন্ত্রের অঙ্গ মনে করেন না। কারণ Manorialism নবম শতাব্দীর আগেও বর্তমান ছিল। কিন্তু মার্ক ব্লক এটা স্বীকার করে নেন যে Manorialism ছিল সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি—অর্থাৎ ভূম্যধিকারীর জন্য কর্মরত ভূমিদাস না থাকলে সামন্ততন্ত্রের টিকে থাকা সম্ভব হত না, কারণ যে অশ্বারোহী যোদ্ধা (নাইট) সামন্ত হিসেবে যুদ্ধে যেতেন, সেই

Marc Bloch → 'The feudal society.'

ভূম্যধিকারী যোদ্ধার যুদ্ধে যাবার সরঞ্জাম এবং রসদ যোগাত তার মৌজায় কর্মরত ভূমিদাসেরা। মার্ক ব্লক তাই মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজকে 'সামন্ত সমাজ' (Feudal Society) বলে আখ্যা দিয়েছেন — যেখানে 'সামন্ত সমাজ' হল কার্যত সামন্ততন্ত্র এবং Manorialism-এর যোগফল।

গ্যানশফ সামন্ততন্ত্রের আলোচনা করতে গিয়ে মার্ক ব্লকের মতো সামন্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করার আদপেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর কাছে সামন্ততন্ত্র ছিল fief এবং vassalage-এর যৌথ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট এক সামরিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার শুদ্ধতম রূপ দেখা যায় নবম-দ্বাদশ শতকের পশ্চিম ইউরোপে। গ্যানশফের দৃষ্টিতে fief এবং vassalage এতটাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল যে তিনি মনে করতেন সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতি, আঞ্চলিক শক্তির দ্বারা কেন্দ্রীয় শক্তির কার্য সম্পাদনের কোনো অনিবার্য যোগ নেই। অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে, কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাতেও fief এবং vassalage-এর যৌথ প্রক্রিয়ায় সামন্ততন্ত্রের উপস্থিতি সম্ভব। গ্যানশফ মেনে নেন যে বহুক্ষেত্রে ইউরোপে বৃহত্তর সমাজের ওপর অভিজাতদের শাসন তথা বিচার-সংক্রান্ত অধিকার সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তা সত্ত্বেও গ্যানশফ দৃঢ়ভাবে বলেন যে ওই সব অধিকারের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সামন্ততন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই।

১৯৫০-এর দশক থেকে ফরাসি গবেষকদের মধ্যে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার যে প্রবণতা দেখা দেয় তার সূত্র ধরে জর্জ দুবি (Georges Duby) ডপ্‌শ-ব্লক-গ্যানশফের তৈরি সামন্ততন্ত্র বিষয়ক সহমতকে বড় চ্যালেঞ্জ জানান। জর্জ দুবি তাঁর পূর্বসূরিদের মতো সামন্ততন্ত্রকে অর্থনীতি বা রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে একান্ত করে দেখতে নারাজ ছিলেন। ব্লক এবং গ্যানশফ fief এবং vassalage-কে সামন্ততন্ত্রের ভরকেন্দ্র মনে করতেন—*দুবি* তা মনে করতেন না। দুবির মতে সামন্ততন্ত্র নিছক fief-vassalage সম্বলিত কোনো সামরিক-রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না ; সামন্ততন্ত্র ছিল প্রকৃতপক্ষে এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে শাসন এবং বিচার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণাধীন হবার পরিবর্তে ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণাধীন (private institutions instead of public institutions) হয়ে পড়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক আইন যা এ ধরনের ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বলবৎ করা হত। অর্থাৎ দুবির পূর্বসূরিরা যেটিকে সামন্ততন্ত্রের একটি পরিণাম হিসেবে দেখতেন, দুবি সেই সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই সামন্ততন্ত্রের ভরকেন্দ্র নির্দিষ্ট করেন।

ফ্রান্সের অন্তর্গত বার্গান্ডি অঞ্চলের ওপর গবেষণা করে *দুবি* বলেন, ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের বিভাজনের পরে চরম রাজনৈতিক নৈরাজ্য এবং নিরাপত্তাহীনতা সত্ত্বেও ক্যারলিঞ্জিয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি দশম শতকেও পুরোমাত্রায় কাজ করে চলেছিল। আঞ্চলিক নিরাপত্তার ভার ক্রমশ সামরিক নেতা বা কোনো দুর্গের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি (castellan)-র হাতে চলে গেলেও দৈনন্দিন প্রশাসনিক তথা বিচারবিভাগীয় অধিকার

Georges Duby → 'France in the Middle Ages, 987–1460.'

ক্যারলিঞ্জিয় প্রশাসনিক বিভাগ (Pagus)-এর অন্তর্গত থেকে যায়। দশম শতাব্দীতে নৈরাজ্য অব্যাহত থাকলে সামরিক নেতা তথা সামন্তপ্রভুরা তাদের আর্থিক সংস্থানের জন্য তাঁদের পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে কর চাপাতে থাকেন —যা আগে একান্তভাবে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তার অধিকার বলেই স্বীকৃত ছিল। দশম শতকের শেষ দিকে কর চাপানোর পাশাপাশি সামন্তপ্রভুরা তাঁদের মৌজার বাইরের সংলগ্ন অঞ্চলে শাসন এবং বিচার-সংক্রান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। ফলে ধীরে ধীরে ক্যারলিঞ্জিয় প্রশাসনিক কাঠামো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় শাসন-কাঠামোর পরিবর্তে সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসন কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হতে থাকে সাধারণ মানুষ। দুবির মতে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার এই সংকট এবং সামন্ত শক্তির পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারই ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র। ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ফ্রান্সে এই সংকট দেখা দেয়। ৯৮০-১০৩০-এর মধ্যে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাতও হয় এই সময় থেকে।

দুবির পরবর্তী পর্যায়ে *জঁ-ফ্রাঁসোয়া লমারিনিয়ের* (Jean-Francois Lamarignier), *পিয়েরে বোনাসি* (Pierre Bonassie) প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরাও দুবির সঙ্গে একমত যে সামন্ততন্ত্র বলতে যে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায় তার সূচনা হয় দশম শতকেই, তার আগে নয়।